সংবাদ

30 MAR 2008

প্রবেশপত্র দেয়নি বোর্ড

টাঙ্গাইল দিনাজপুরে পরীক্ষা দিতে পারেনি ১৪ শিক্ষার্থী

সংবাদ ডেস্ক

দাখিল পরীক্ষার্থী এ বছর পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি আমাদের প্রতিনিধিরা জানান:

প্রবেশপত্র না পাওয়ায় টাঙ্গাইলের নাগরপুরে ৭ এসএসসি ও দিনাজপুরের হাকিমপুরে ৭

টাঙ্গাইল : ঢাকা বোর্ডের টাঙ্গাইলের নাগরপুর

পরীক্ষা : পৃঃ ২ কঃ ৭

পরীক্ষা : দিতে পারেন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্র থেকে ২ ছাত্রীসহ ৭ পরীক্ষার্থী এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ে যথারীতি পরীক্ষার ফরম পূরণ এবং বোর্ডে ফি জমা দিলেও বোর্ড থেকে তাদের প্রবেশপত্র সরবরাহ না হওয়ায় তারা পরীক্ষায় অংশ নিতে ব্যর্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এ ব্যাপারে দ্রুত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন।

নাগরপুর উপজেলার ভদ্রা ইউনিয়নের আড়রা কুমেদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৭ মেধাবী ছাত্রছাত্রী রোজিনা আকতার, শারমিন সুলতানা, রিপন রবিদাস, সাইফুর রহমান, মোহাম্মদ রুবেল, মফিকুল ইসলাম ও আমিনুর রহমান নির্ধারিত সময়ে ফরম পূরণ করে। ফরম পূরণের সময় বোর্ড ফি বাড়ানো হয়েছে এই দাবি করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল বাতেন তাদের কাছ থেকে মাথাপিছু ভিন হাজার টাকা করে ফি আদায় করেন। গত ২৫ মার্চ পরীক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে গেলে প্রধান শিক্ষক তাদের জানিয়ে দেন ঢাকা বোর্ড থেকে ৭ পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি। এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রধান শিক্ষক কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। অভিভাবকরা জানান, তারা ঘটনা সম্পর্কে নাগরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানিয়ে প্রতিকার দাবি করেছেন। অভিভাবকরা এ ব্যাপারে দ্রুত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আবদুল বাতেনের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। নাগরপুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাহবুবুর রহমান জানান, তিনি ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

হাকিমপুর (দিনাজপুর) : সুপারিনটেনডেন্টের অবহেলায় প্রবেশপত্র না পাওয়ায় দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার হরিপুর মাদ্রাসার ৭ ছাত্রছাত্রী চলতি দাখিল পরীক্ষা দিতে পারেনি। ৫ দিন ধরে উধাও এই মাদ্রাসার সুপার মো. আবদুস সাত্তার।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা নবাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা সুপার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে দু'হাজার টাকা করে অতিরিক্ত ফি নিয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট সুপারকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।